প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে, বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরিমিতি॥ ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা নতু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা নতু ধর্ম্মার্থাদিষর্পিতা এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ—ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। অত্র নবলক্ষণা ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একৈনৈ-বাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানবিধীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চ অস্যা অন্যেষামপি অঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্॥ ৭॥ ৬॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্। ১৬৯॥

এই অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃতা আনুকূল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তিই যে নিখিল শাস্ত্রের কর্ত্তব্যোপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপদেশ, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৫।২৩—২৪ শ্লোকে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নিজপিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন—হে পিতঃ! যে পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ, তাঁহার পাদ-সেবন, তাঁহার অর্চ্চন, তাঁহার বন্দন, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সখ্য ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎরূপে অনুষ্ঠান করে, সেই পুরুষ যাহা অধ্যয়ন করে—তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। এই শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ এই তিনটি অঙ্গ শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ পরিকর এবং লীলাসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

পাদসেবন শব্দে—ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা অর্থ বুঝিতে হইবে। অর্চ্চন শব্দে বিধিবিহিত শ্রীবিষ্ণুর পূজা, বন্দন শব্দে তাঁহার নমস্কার, দাস্য শব্দে "আমি শ্রীভগবানেরই দাস"—এই প্রকার অভিমান, সখ্য শব্দে বন্ধু ভাবে শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় হিতানুশীলন, আত্মনিবেদন শব্দে গো, অশ্ব প্রভৃতি স্থানীয় নিজের দেহেন্দ্রিয়সমূহের একমাত্র তাঁহার ভজনের জন্য বিক্রয়-স্থানীয় শ্রীভগবানে সমর্পণ; অর্থাৎ যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতিকে কাহারও নিকট বিক্রয় করিলে তাহারই ব্যবহারে লাগে, নিজের সম্বন্ধে কোনও ব্যবহার করা চলে না; তেমনি নিজের দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির শ্রীভগবানে সুখানুকুল্য ভজনের জন্য সমর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। যেমন গো, অশ্বাদি বিক্রয় করিলে ভরণ ও পালনের জন্য নিজে কোন চিন্তাই করে না, তেমনি চিন্তাং ন কুর্য্যাৎ রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ" নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কোন চিন্তাই না করা। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি